মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি

আগামী ১৭ই এপ্রিল বুধবার ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের এইদিনে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার তৎকালিন বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে।

দিবসটির স্মরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর সকাল ন’টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে নানা কর্মসূচি। পতাকা উত্তোলন শেষে শেখ হাসিনা মঞ্চে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন আওয়মী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী বর্গ ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এরই মধ্যে জেলা প্রশাসন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন মুরাল ধুয়া মোছাসহ বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন ও রং করার কাজ চলছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম বলেন, সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাননীয় মন্ত্রীবর্গসহ আগতদের বরণ করতে আমরা বড় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহন করেছি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বিভিন্ন মুর্যাল ও স্থাপনায় রং করাসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরিবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি ও পর্যাপ্ত অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জেলার নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষায় জেলা পুলিশ সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুজিবনগরের মূল মঞ্চের বিভিন্ন স্থলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। আগতদের তৎক্ষনিক নিরাপত্তা দেবার জন্য পুলিশ কন্টলরুম স্থাপন করা হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস যাতে সকলে আনন্দের সাথে পালন করতে পারে সেই লক্ষে আমরা কাজ করছি।

জেলা আওয়ামীলীগ থেকেও নেয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি জানান, যথাযত মর্যাদায় দিবসটি পালন করার জন্য আমরা প্রস্তুত। গত কয়েক বছর করোনা মহামারির ও রমজানের কারনে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে দিবস পালন করেছিলাম। কিন্তু এবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে দিবস

পালনের উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মুজিবনগর দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আ ক ম বাহা উদ্দিন নাসিম, প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলির সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ।

বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রথম সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমেদের কণ্যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল আলম হানিফ এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন এমপি, অ্যাড. আফজাল হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে সন্ধায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

রেল যাত্রায় স্বস্তির ঈদ, নেই কালোবাজারি

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জিল্লুল হাকিম বলেন, এবারই প্রথম ঈদ যাত্রায় মানুষ স্বস্তিতে রেল ভ্রমণ করেছে। রেলের টিকিটে কোনো কালোবাজারি হয়নি। কালো বাজারী সিন্ডিকেটের অনেকেই ধরা পড়েছে। এটা যখন শুরু হয়েছে, শেষও হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ শুক্রবার (১২ এপ্রিল) বিকালে মুক্তিযুদ্ধকালীন মন্ত্রীর রণাঙ্গনের স্মৃতি বিজড়িত গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রাম পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম, গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের

কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।এসময় জেলা পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। পরে মন্ত্রী জিল্লুল হাকিম এমপি মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুরে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আয়োজনে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ শে মার্চ) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বিপিএম বার, পিপিএম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম।

সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রনী খাতুনের সঞ্চালনা আরো উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাজেদুল ইসলাম, মোঃ আবীর হোসেন, তানজিনা শারমিন দৃষ্টি, দেবাংশু বিশ্বাস, রিফাত জাহানসহ অন্যান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত

যাথাযোগ্য মর্যাদায় ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ‌শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসনের কার্যালয় প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও মেহেরপুর জেলা বাসীর পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরপরই পুলিশ বিভাগের পক্ষে পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পৌরসভা ও জেলা যুবলীগের পক্ষে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহিম শাহিন পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করেন, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো: মাহাফুজ জামান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাজেদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য ও মুক্তিযোদ্ধাগণ।

এ সময় মেহেরপুর সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল হাসপাতাল, ◌েগণপূর্ত বিভাগ, আনছার ও ভিডিপি মেহেরপুর, এলজিডি মেহেরপুর, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা তথ্য অফিস, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর উপজেলা পরিষদ সহ

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা- কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

মেহেরপুরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় খাদ্য তালিকা নির্দেশিকা ২০২০ এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের (অ্যাড. সেক্রেটারি) ফুড প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিটের (এফপিএমইউ) মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম এনডিসি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বিপিএম বার পিপিএম, মেহেরপুর জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দীন আহমেদ, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গবেষণা পরিচালক মোস্তফা ফারুক, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় খাদ্য তালিকা নির্দেশিকা ২০২০ এর উপর প্রশিক্ষণের সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (জে এম শাখা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা) মোছা: রনী খাতুন।

[redacted]

[redacted]

একুশে বইমেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও শিক্ষক আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’। এ নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বনামখ্যাত নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিালক লিয়াকত আলী লাকী।

নাটক সমাজের দর্পণ, সমাজ বদলের হাতিয়ার। এই বইয়ের নাটকগুলোও সেই দর্শনই বহন করে। বস্তুত, আপামর শিল্পপ্রাণ লেখক আবুল কাসেমের এ নাট্যগ্রন্থের নাটকগুলোতে শৈল্পিক নিরিখে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চরম বাস্তবতার নানাদিক-নানাপ্রসঙ্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম তাঁর এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও স্বাধীনতার চেতনা অবগাহনে আলো ফেলেছেন। চারটি নাটকে সজ্জিত এ নাট্যগ্রন্থটি তাঁর প্রথম বই। নাটকগুলো হলো— পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘মীর জাফরের পদধ্বনি’; স্বাধীনতার বীর সেনানী মুক্তিযোদ্ধাদের নিগৃহীত-নিষ্পেষিত হওয়ার বিয়োগাত্মক অ্যাখান ‘বুকের রক্তে লালিত স্বাধীনতা’; যৌতুকের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সমাজের চিত্র ‘যৌতুক’ এবং গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির ভালো-মন্দ নিয়ে রচিত নাটক ‘কালো মানিক’।

বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা ‘পুথিনিলয়’। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী চারু পিন্টু। মূল্য ৪৫০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলার পুথিনিলয়’-এর প্যাভিলিয়নে (প্যাভিলিয়ন নম্বর ৩৪)।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কাসেম একাধারে নাট্যকার, আধ্যাত্মবাদী কবি, গল্পকার ও রাজনীতিবিদ। এর পাশাপাশি তিনি একজন নাট্য ও যাত্রাপালা নির্দেশক, পরিকল্পক ও প্রযোজক। ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষটি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করেও শিল্প-সাহিত্য ও

দেশের জন্য নীরবেই অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৫১ সালের ১৪ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার জিৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন নাট্যকার আবুল কাসেম । স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর ও মেহেরপুর শহরের অদূরের রাধাকান্তপুর গ্রামে শৈশব থেকে তিনি বসবাস করছেন। এ গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়া শুরু। ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার টানে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি মেহেরপুরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল থেকে দর্শনের ওপর একাডেমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন।

আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন উদার ও সাদামনের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এলাকায় সর্বাধিক পরিচিতি পান। এই সময়ে নিজ গ্রাম ও অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটক নির্মান এবং দেশীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান ‘যাত্রা’ শিল্পের নির্দেশক হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সমাজ সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

দামুড়হুদায় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস-২০২৪ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালি এবং র্যালি শেষে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু’র সভাপতিত্বে সেবা ও উন্নতির দক্ষ রুপকার, উন্নয়নে উদ্ভাবনে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ,

উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুল ইসলাম শেখ সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ সহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধান প্রকৌশলীর শ্রদ্ধা নিবেদন

চুক্তি ভিত্তিক নতুন করে দুই বছর মেয়াদে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পুনঃ নিয়োগ পেয়েছেন।

মো. দেলোয়ার হোসেন মজুমদার। পুননিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।চাকরি জীবনে তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে টানা দীর্ঘমেয়াদে দায়িত্ব পালন করায় পুনঃরায় একই পদে বহাল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ৩২নম্বর ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন।

এ সময় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা মেট্রোর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ।

মেহেরপুরের ৩ শতাধিক যুবকের মানবেতর জীবন

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের যুবক তুহিন আলী। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দেশে একটি কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি। তুহিনের আয়ের উপরই চলতো তার পরিবারের ব্যায়ভার।

সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে স্থানীয় দালাল রাজুকে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ২ মাস আগে গেছেন মালেশিয়া। সাহেবনগর গ্রামের জাহিদ মেলেটারির ছেলে আদম পাচারকারির দালাল রাজু যুবক তুহিন আলীকে ভাল বেতনে কোম্পানীর কাজ দেওয়ার কথা বলে নিয়ে যান মালেশিয়ায়। তুহিন আলীকে কোম্পানির কাজ না দিয়ে তাকে দিয়েছে সাপ্লাই ভিসা। কাজ না দিয়ে তাকে রাখা হয়েছে একটি মানব ক্যাম্পে। যেখানে তিন মাস ধরে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে তুহিন। তুহিনের মত তিন শতাধিক যুবক এখন ওই ক্যাম্পে আটক রয়েছে।

তুহিন আলী মোবাইল ফোনে জানান, মালয়েশিয়া আসার পর কয়েকজন লোক নিয়ে যায় রাজধানীর কুয়ালালামপুরের সালাক সালাতান নামের একটি মানব ক্যাম্পে। সেখানে আমার মত তিন শতাধিক যুবক বন্দি রয়েছে। তুহিনের ওই ক্যাম্পে থাকা অন্যান্য যুবকরা জানান, আমরা ৫/৬ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই এসকল দালালের মাধ্যমে সহায় সম্বল বিক্রি করে চার মাস আগে মালেশিয়া গিয়েও আটকা পড়ে আছে এই মানব ক্যাম্পে।

তারা ভিডিও বার্তায় বলেন, আমরা বেশ কয়েক মাস যাবৎ এই ক্যাম্পে আটকা আছি। শুধু তুহিন নয়, এই ক্যাম্পে আটকা আছে। গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে লাঁলচাদ ইসলাম, সে সাহেবনগর গ্রামের আদম পাচারকারি সুরজ আলীর মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা দিয়ে ৩ মাস আগে গেছেন মালেশিয়াতে।

কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজার এলাকার বজলুর ছেলে মাজেদ মাস্টারের হাতে ৫ লাখ টাকা দিয়ে মালেশিয়া যান কাজিপুর গ্রামের কাদের হেলালের ছেলে আনারুল ইসলাম। তিনি জানান, শুধু আমি নয়, মাজেদ মাস্টারের হাত ধরে এলাকার ৩ শতাধিক যুবক মালেশিয়া এসেছেন। সকলের ভাগ্যে জুটেছে একই অবস্থা।

গেল ৩-৬ মাসেও দালাল চক্রের সদস্যরা কোন কাজ দিতে পারেনি। দালাল চক্রের পক্ষ থেকে প্রথমে খাবার ও পানি দেওয়া হলেও এখন তা বন্ধ করে দিয়ে টাকা দাবি করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে প্রাণনাশের হুমকি।

মালয়েশিয়াতে আটকে থাকা একাধিক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কেউ দিয়েছেন জমি বন্ধক রেখে, কেউ সুদের উপরে টাকা নিয়ে, কেউ বা তুলেছেন ঋণের কিস্তি। এখন যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তারা বাড়ির উপর এসে টাকা নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ফারুক আহমেদ জানান, আমার এলাকার অনেক যুবক দালাল চক্করের খপ্পরে পড়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। ওরা অনেক খরচ করে গিয়েছেন। তিন মাস যাবত কাজ না পেয়ে মানবতার জীবনযাপন করছেন। আমরা তার পরিবারের পাশে সব সময় আছি।

দালাল চক্রের সদস্য সাহেবনগর গ্রামের বাবলু জানান, আমি চার জনের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা করে নিয়ে মুছা এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে মালেশিয়া পাঠিয়েছি। ৩/৪ মাস পাঠানো হলেও আমার লোকজনকে কোনো কাজ দেইনি এজেন্সি মুসা এন্টার প্রাইজ। আজকে আমি তাদের খাবারের জন্য পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠিয়েছি।

মানব পাচারকারী আলোচিত দালাল গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের সুরুজ আলীর মোবাইলে কল করা হলে মোবাইল বন্ধ পাওয়ায় বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। মানব পাচারকারী এজেন্সি মুছা এন্টারপ্রাইজের সত্বাধিকারী আবু মুছার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা থানায় অথবা আমার নিকট অভিযোগ করলে দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বলেন, আমরা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। ভুক্তভোগী সকলের পরিবারকে থানায় মামলা করতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন মামব পাচারকারীকে ছাড় দেয়া হবেনা।